১৭ জুলাই–রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক শোকাবহ সন্ধ্যা। শহীদ শামসুজ্জোহা স্যারের কবরের পাশ দিয়ে ধেয়ে আসে রাষ্ট্রীয় গুলি, টিয়ারশেল–নিপীড়নের নগ্ন প্রতীক। ১৪-১৬ জুলাইয়ের গণআন্দোলনের উত্তাপে যখন সারা দেশ জ্বলছিল, ছাত্রদের পাশে দাঁড়াতে শুরু করেছিল সাধারণ মানুষ–ঠিক তখনই সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দেয়। সেই অন্যায়ের প্রতিবাদে প্রশাসন ভবনে তালা দিয়ে অবস্থান নেয় শিক্ষার্থীরা। মাগরিবের আজানের পরপরই সেই অবস্থান ভেঙে দেয় লাঠিচার্জ, গুলি আর ভয়। ইতিহাস লিখে যায়–রাষ্ট্র যখন নিজের সন্তানদের দিকে বন্দুক তোলে, তখন কবরও কাঁদে। এই ছবি সেই রক্তাক্ত সন্ধ্যার নীরব সাক্ষী।

কখনো আন্দোলন থামে না–শুধু রূপ বদলায়। ১৭ জুলাই সকাল থেকে যখন ক্লাসরুম নয়, প্রশাসন ভবনের সামনে জড়ো হয় হাজারো ছাত্রছাত্রী; তখন রাজশাহীর বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয় শুধু একটাই শব্দ–'অধিকার'। তালাবদ্ধ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের চোখে যেন ইতিহাস নিজেই প্রশ্ন তোলে: 'কারা বন্ধ করবে এই চেতনার দরজা?' সন্ধ্যার আগেই নেমে আসে ধোঁয়ার অন্ধকার–যেখানে ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব ছিল গুলি, চোখের ভাষার উত্তর ছিল কাঁদানে গ্যাস। শহীদ জোহার কবরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সেদিন একটা প্রজন্ম শিখে নেয়–প্রতিবাদ কখনো নিষিদ্ধ হয় না, সেটা রক্ত দিয়েও হলেও বাঁচিয়ে রাখতে হয়।"

১৭ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের নির্দেশে নেমে আসে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ঘন ছায়া। পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির যৌথবাহিনী শান্তিপূর্ণ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমন করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক নিষ্ঠুর পরিকল্পনায়। প্রশাসন ভবনের সামনে হল খোলার দাবিতে অবস্থানরত বিপ্লবী শিক্ষার্থীদের উপর গুলি, টিয়ার শেল ও লাঠিচার্জ চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে তারা।

সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, পরদিন ১৮ জুলাই সকাল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে জড়ো হন শত শত প্রতিবাদী শিক্ষার্থী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তখন আর শিক্ষার্থীদের নয়–দখলে নেয়া এক সেনাঘাঁটি যেন, যেখানে শ্রেণিশত্রুর কণ্ঠরোধে মোতায়েন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। চারদিক ঘিরে ফেলে পুলিশ, আর শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার কেড়ে নেয়।

তবু থেমে যায় না তাদের পদচারণা।

লাঠি হাতে, মাথায় বাঁধা পতাকা, চোখে দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা–

তারা সেদিন বলেছিল, এই পথ ছেড়ে যাব না।

স্লোগানে মুখর আকাশ জানিয়ে দেয়–

“ফ্যাসিবাদের দোসরদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে পারে না।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর চোখ রাঙানিতে ভীত নয় ছাত্র সমাজ!”

সেইদিন, শিক্ষার্থীরা দুই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিল কেবল ফটকের বাইরে নয়, দাঁড়িয়ে ছিল ইতিহাসের গর্ভে–প্রতিরোধের এক নতুন অধ্যায়ে।

১৬ জুলাই বিপ্লবীরা দখল নেয় বিশ্ববিদ্যালয়–কিন্তু প্রশাসন গাদ্দারি করে শিক্ষার্থীদের সাথে। তৎকালীন উপাচার্য ড. গোলাম সাব্বির সাত্তার তাপু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে শেখ হাসিনার সুরে কথা বলেন। ১৭ জুলাই হল খোলা রাখার দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামলে সন্ধ্যায় যৌথবাহিনীর বর্বর হামলা চলে। পুলিশ ঘিরে ফেলে ক্যাম্পাস, প্রবেশে বাধা দেয়। ১৮ জুলাই প্রধান ফটকে অবস্থান নেয় অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা। এই বন্ধ মানে ছিল জ্ঞান ও প্রতিবাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা। ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী শক্তি চেয়েছিল চুপ করাতে, কিন্তু বিপ্লবীরা দাঁড়িয়ে যায় নতুন সকাল গড়ার জন্য।

১৭ জুলাইয়ের পুলিশের হামলার প্রতিবাদে,
বুদ্ধিজীবীর স্মৃতিচিহ্নের সামনে দাঁড়ায় নিপীড়ন-বিরোধী ছাত্র-শিক্ষক ঐক্য।
তারিখ ছিল ১৮ জুলাই, দুপুর ১২টা–
কণ্ঠে প্রতিবাদের বজ্র, হৃদয়ে সংহতির আগুন।

বক্তারা বলেছিলেন–
যে রাষ্ট্র গুলি চালায় শিক্ষার্থীর বুকে,
যে প্রশাসন হঠাৎ হল বন্ধ করে দেয় আতঙ্ক ছড়িয়ে,
সে রাষ্ট্র দাঁড়ায় অপরাধের কাঠগড়ায়।

তারা প্রশ্ন তোলে:
কেন হামলা, কেন হত্যা, কেন মামলা?
কেন এই সন্ত্রাস, এই নিপীড়ন?
কে দেবে ইয়ামিন, আবু সাঈদ, মুগ্ধ, নাফিজদের রক্তের জবাব?

এই ছবিটি তাই নিছক মানববন্ধনের নয়–
এটি এক স্বাক্ষর, এক প্রতিবাদ-গর্জন,
যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে ইতিহাসের এক শুদ্ধ অধ্যায়,
আর পুড়ে ছাই হয়ে যায় ফ্যাসিবাদের মুখোশ।
এখানে প্রতিটি মুখ বলে–
“ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী,
তোমাদের মুখোশ খুলেই ছাড়ব আমরা।”